



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 892 - 896

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মনোজ মিত্রের ‘পাখি’ : মধ্যবিত্ত দাম্পত্যের স্বপন উড়ান

আদিত্য চক্রবর্তী

গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: chakraborti.aditya@gmail.com

 0009-0007-1219-2985

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Middle-Class,
Conjugal Life,
Wedding
Anniversary,
Poverty and
Domestic Space,
Emotional
Suppression,
Unfulfilled
Motherhood,
Bohemian
idealism, Birds.

Abstract

Manoj Mitra's one-act play *Pakhi* offers a subtle yet profound exploration of middle-class conjugal life shaped by economic deprivation, emotional restraint, and fragile aspirations. Avoiding overt didacticism, Mitra employs humour, symbolic imagery, and everyday dialogue to reveal the silent negotiations that define a childless, financially strained marriage. This article analyses *Pakhi* as a dramatic text where comedy functions as a mask for unspoken suffering and deferred desires.

Structured around a single day—the wedding anniversary of Nitish and Shyama—the play juxtaposes Nitish's impulsive, bohemian idealism with Shyama's quiet endurance and pragmatic realism. While Nitish openly expresses his dreams and frustrations, Shyama's longings—particularly her unfulfilled desire for motherhood—remain largely suppressed, emerging only through symbolic gestures and lyrical silences. Central to the play's imagery is the motif of the 'two birds on one branch', an embroidered emblem of conjugal unity that gradually deteriorates, mirroring the erosion of Shyama's emotional self under the pressures of poverty and social marginalisation.

Yet *Pakhi* resists a narrative of marital collapse. In reclaiming their anniversary from social expectations and elite indifference, the couple affirms intimacy, dignity, and emotional solidarity. The play ultimately suggests that within the constraints of middle-class hardship, love and mutual recognition can momentarily transcend material insufficiency, enabling a dreamlike flight rooted not in affluence, but in shared human resilience.

Discussion

বাংলা নাটকের জগতে মনোজ মিত্র এক চিহ্ননাম। সংখ্যা, গুণ ও বিষয়বৈচিত্র্য - সব দিক থেকেই তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মনোজ মিত্রের নাটকের প্রধান উপজীব্য মানুষ ও সমাজ। মানুষের সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবন, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক অভিঘাত সবকিছুই উঠে এসেছে তাঁর নাটকে। কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব ছিল এটাই যে-তাঁর নাটক কখনো বক্তব্যের ভারে আক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, নাটককারের ব্যক্তিগত মত বা আদর্শ বলপূর্বক পাঠক বা দর্শকের উপর

চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তা বলে এই নয় যে এই নির্মাণগুলো নিছক বিনোদন সর্বস্ব শূন্যগর্ভ হয়ে থেকেছে। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে –

“বক্তব্যের এই ভারকে তিনি শাপিত কৌতুকময় অসামান্য সংলাপে নাট্য ঘটনার বিচিত্র বিন্যাসে, প্যারোডি ও ক্যারিক্যাচারের প্রয়োগে, উদ্ভট সিচুয়েশন ও চরিত্র কল্পনায় সে বক্তব্য এমনি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে যে, বক্তব্য সহজ উজ্জ্বলতায় মনের মধ্যে ঢুকে যায়, দর্শক তাতে আদৌ কোনো পীড়া বা শিক্ষাদানের বা অভিভাবকত্বের চাপ অনুভব করে না”^১

মনোজ মিত্রের ‘পাখি’ নাটকটি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ‘ফসল’ পত্রিকায় ‘পাখির চোখ’ নামে প্রকাশিত হয়, পরবর্তীকালে ১৯৭৬ এ তা ‘পাখি’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম অভিনয় হয় ‘বহুরূপী’র প্রযোজনায়, নাট্যকার তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায়, ১৯৭৭ এর মার্চ মাসে।

অতি অল্পপরিসরে মাত্র চারটি চরিত্র ও একটিমাত্র দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক অনবদ্য কৌতুকবহু পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই একাঙ্ক নাটক হয়ে ওঠে নিরন্তর দারিদ্রে ক্লিষ্ট সন্তানহীন এক তরুণ দম্পতির একরঙা জীবন থেকে উত্তরণের কাহিনি। নাটকটির বিন্যাসে গুরুভারহীন মজাদার সংলাপ, সামান্য ক’টি সাংকেতিকতা - একে আশ্রয় করেই এই মধ্যবিত্তের স্বপ্ন সাধ আনন্দবেদনার এক পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

নাটকটির ঘটনাকাল ৭ই ফাল্গুন, নাটকের নায়ক-নায়িকা নীতিশ-শ্যামার বিবাহবার্ষিকী। নীতিশ-শ্যামার ‘নুন আনতে পান্তা ফুরোনো’ সংসার। এমন দারিদ্রপীড়িত জীবনে সতিই বিবাহবার্ষিকীর মতো দিন আলাদা উল্লেখের দাবী রাখতে পারে না। ক্ষুধা, যন্ত্রণা, অনটন কার্যত বিনষ্ট করে সমস্ত হৃদয়বৃত্তিকে। তবুও কর্তব্যভারে উদাসীন উড়নচণ্ডী প্রকৃতির নীতিশের সাধ হয় তাদের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকীর দিনটি মহাসমারোহে পালন করবার। বোহেমিয়ান স্বামীর এমন খামখেয়ালহীন অসঙ্গতিপূর্ণ হাজারো আচরণে দুর্বিসহ অবস্থা শ্যামার। বিবাহবার্ষিকী পালনের জন্যে নীতিশের আয়োজন -

“কোথাকার আধমরা রজনীগন্ধা, মেটে ফুলদানী, সস্তার তিন অবস্থা! পোড়া কপাল আমার! আয়োজন দেখলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে”^২

শ্যামার এইসব কথা তবুও দমিয়ে রাখতে পারে না নীতিশের উৎসাহকে। এ অনুষ্ঠান করতে সে নিজের সর্বস্ব, প্রতিভাও ফাগুর সঞ্চয়ের আটশো টাকাকে বাজি রেখেছে। আসলে এমনই খেয়ালি স্বভাবই নীতিশের। বয়সের পরও তার শিশুসুলভ সারল্য দূর হয়নি। সে বিশ্বকর্মা পূজায় ঘুড়ি ওড়ায়, ধার করে হলেও নবমীর দিন মাংস কিনে খায়, মাইনে পেলেই শখ হয় চাইনিজ রেস্টোরায়ে গিয়ে চাউমিন খেয়ে আসতে, পিতৃশ্রদ্ধে হাজার টাকা খরচ করতে উদ্যত হয়, শখ হয় স্ত্রীকে নিয়ে নেতারহাট ঘুরতে যাওয়া। বাস্তববাদী সংসারী স্ত্রী শ্যামা অতিকষ্টে সামাল দেয় তার স্বামীকে। কিন্তু এদিন সে বন্ধপরিষদ বিবাহবার্ষিকী পালন করবার জন্যে। প্রতিভাও ফাগুর টাকা তোলা, গোপালকে দিয়ে বাজার হাট করানো, বড়োলোক বন্ধুদের নিমন্ত্রণ সমস্ত কিছুই নীতিশের করা হয়ে গেছে। অন্যদিকে সেই দিনই বাড়িতে পাওনাদারের ভীড়। উকিল চৈতালী থেকে মাংসওয়ালা, সবজি বিক্রেতা। সমস্ত পাওনাগণ্ডা সেই টাকা থেকেই যথাসম্ভব মিটিয়ে শ্যামা শুরু করে আপ্যায়নের আয়োজন। চেষ্টা করে তাদের চালচলোহীন সংসারকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেখানোর। কিন্তু শেষ অবধি পত্র দ্বারা জানতে পারা যায় নীতিশের সেই ধনী বন্ধুরা কেউই আসবে না তাদের ঘরে। ননীবাবুরা ভাবে ওরা না এলেই নীতিশ খুশী হবে তাই ‘এতো বড় খরচের হাত থেকে রেহাই দেওয়া’। আসলে এই বড়োলোক বন্ধুরা নীতিশের মনকে বুঝতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই। বন্ধুদের এ আচরণে যখন নীতিশ বিমূঢ়, তখনই শ্যামা নীতিশকে দেখায় এই আয়োজনের যথার্থ সার্থকতাকে। এইদিন যে শুধুমাত্র তাদেরই দিন, ৭ই ফাল্গুন তারিখটি তাদের ক্যালেন্ডারেই বিশেষ ... দাম্পত্যের পথচলার সূচনালগ্নের এ দিনের এই আয়োজন শুধুমাত্র বড়োলোক কিছু অতিথির অনুপস্থিতিতে নষ্ট হবে কেনো! হাজারো দারিদ্র পীড়নের মধ্যেও প্রেম ও হৃদয়বেগের জয়গানে শেষ হয় নাটকের বাচন।

এই ছিল নাটকটির কাহিনির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু এ কাহিনির বিন্যাসে, পরতে পরতে রয়েছে জীবনের সুখ-দুঃখময় অসংখ্য খণ্ডচিত্র। কখনো সংলাপে, কখনো নৈঃশব্দে, কখনো সংকেতে উঠে এসেছে সে কথা, যা নাটকটিকে করেছে বহুবর্ণ রঞ্জিত। নীতিশের বাউণ্ডুলে স্বভাব, অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ, শ্যামা নীতিশের দাম্পত্য কলহ নাটকের মেজাজকে সর্বদা হাস্যরসে পরিপূর্ণ করে রেখেছে, কিন্তু সেই হাসির আড়াল থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের দাম্পত্য জীবনের অব্যক্ত যন্ত্রণা, সাধ ও সাধের মধ্যকার বিস্তার ব্যবধানের বেদনা, শ্যামার জীবনের অচরিতার্থতার ক্রোধের নিরুচ্চার প্রকাশ।

নাটকে নীতিশ তার ইচ্ছে, স্বপ্ন, সাধ, ভালোবাসা, অভিমানকে নিজের মতো করে ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু আপাত কার্টুনের আবরণে ঢাকা থাকে শ্যামার মনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা। সংসারের দৈন্যতায় তারও মনের ইচ্ছেগুলোকে, সাধগুলোকে বিসর্জন দিতে হয়েছে নীরব ভাবে। শ্যামা জানে তার স্বামীর স্বভাব। জানে এ সংসারকে কীভাবে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। নীতিশের মতো তারও কী ইচ্ছে করে না একটু আরামে, আয়াসে, কিঞ্চিৎ বিলাসিতায় জীবন কাটাতে? তবুও তা পারে না। পারে না সেই ইচ্ছেকে ব্যক্তটুকুও করতে। পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনে নীতিশ-শ্যামা নিঃসন্তান। আর্থিক অনটনই যে এর প্রধান কারণ তা সহজেই অনুমেয়। এক নারীর পূর্ণতা তার মাতৃত্বের গর্বে। কিন্তু শ্যামা এই সংসারের জন্যে সেই মাতৃত্বের সাধও বিসর্জন দিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে ননীবাবুর সন্তানদের নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্যামার হৃদয়স্থিত সেই আবেগের তীব্রতার প্রকাশ ঘটেছে -

“শ্যামা : বাচ্চারা তো বলো খুব সুন্দর!

নীতিশ : হ্যাঁ খুব সুন্দর। ফুটফুটে, সায়েবের মতো গায়ের রঙ!খুব মিষ্টি ... আমি গেলেই কাঁধে চড়বে ... ননীর বাচ্চাদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় ...

শ্যামা : একদিন রাখা যায় না? মানে আজকের রাতটা বাচ্চারা যদি আমার কাছে থাকে?

নীতিশ : পাগল না পায়জামা! ননীর বাচ্চারা একরাতেই আমার ট্যাঁক ফাঁক করে দেবে...”^৭

এই সামান্য ক’টা কথায় শ্যামার মনের গভীরতায় অদম্য মাতৃত্বের বাসনার প্রকাশ ঘটেছে। আসলে দারিদ্র পীড়িত দাম্পত্য জীবনে শ্যামার দেহ-মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ক্রমশ। বিবাহের পর শ্যামা গাইতো - “ও জোনাকি কী সুখে ওই ডানাদুটি মেলেছ...”।^৮ কিন্তু অনটনের জীবনে ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে গেছে সমস্ত সুখ। শ্যামা সেলাই এর কাজ জানতো অনবদ্য। রঙ-বেরঙের সুতো দিয়ে সে বানিয়েছিল - “এক ডালে দুই পাখি”র ছবি। কিন্তু দারিদ্রের সংসারে সেই সুখছবিকে রক্ষা করার ন্যাপথলিনও জুটলো না। তাই একটি একটি পাখি পোকায় খেলো। অভিমানী শ্যামার কথায় -

“একটি পাখি আমায় শেষ করে দিয়েছে, কুরে কুরে কেটে কেটে...”^৮

শ্যামার বক্তব্যের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না পাঠক বা শ্রোতাদের।

দারিদ্রের যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে নীতিশের বাচনেও। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় নীতিশ কখনো বা চেষ্টা করে তার বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নেমে তাদের টেক্সা দিতে। তাদের সাহচর্য তাকে আনন্দ দেয়, আবার কখনো বা তাদের কথার খোঁচা নীতিশের বুককে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে চলে যায়। তাদের নিছক হাস্য পরিহাস এইভাবেই আহত করে নীতিশকে। ননীবাবু বলে-যেদিন বৃষ্টি হবে আর যেদিন বৃষ্টি হবে না, এই দুটো দিন বাদে নীতিশ তাদের খাওয়াবে। পরিহাসপ্রিয় বড়লোক বন্ধুদের এইসব কথা চাবুকের মতো আঘাত করে নীতিশকে। তাই ৭ই ফাল্গুন, তাদের বিবাহবার্ষিকীর দিনটিতে তাদের তাক লাগানোর জন্যে সর্বস্ব বাজি রেখে ফেলে নীতিশ। যদিও নীতিশের সংবেদনশীল হৃদয় ভাবনার স্বরূপকে বুঝতে পারে না কখনো তার ধনী বন্ধুরা।

শ্যামাও চেয়েছিল এইদিনটিকে পালন করতে। শতছিন্ন গদিকে সুন্দর চাদরে ঢেকে রাখার মতো একদিনের জন্যে হলেও সংসারের মালিন্যকে ঢেকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। ননীদেব না আসার খবরে শোকে বিহ্বল নীতিশ যখন সমস্ত আয়োজনকে তছনছ করতে থাকে তখন শ্যামা বলে -

“...কী ভেবেছ কী তুমি! একটা দিন আনন্দ করতে আমার প্রাণ চাইতে পারে না? কী ... কী এমন অন্যায় করেছি, এমন করে শোধ তুলবে!”^৬

আসলে নীতিশের বাচনে, প্রকাশে অথবা শ্যামার নৈঃশব্দ্যে বা আপাত কাঠিন্যের আবরণে তাদের এই দারিদ্র পীড়িত জীবনের হাজারো যন্ত্রণা, আর্থিক অনটনের জন্যে হৃদয়বৃত্তির আপস এবং দৈন্যের মধ্যেই কোনোক্রমে জীবনের সুন্দরকে খুঁজে পাওয়ার দুর্দমনীয় সংগ্রামশীল জীবনের ছবিই উঠে আসে।

মনোজ মিত্রের ‘পাখি’ নাটকে সামান্য পরিসরে ক’টি মাত্র ব্যক্তির প্রকাশ নাটকটির বক্তব্য ও শিল্পমূল্যকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এই নাটকের নামকরণও ব্যক্তনামমী। নাটকে পাখির প্রসঙ্গ প্রথমে আসে নীতিশের প্রতি শ্যামার কটাক্ষ বাচনে –

“হুঁ হুঁ সেলস রিপ্রেজেন ... তেলাপোকা আবার পাখি!”^৭

কিন্তু এই পাখি প্রসঙ্গ নাটকে ভিন্নমাত্রা আনে যখন শ্যামার বানানো চাদরের উপর দুটো পাখির সেলাই এর কাজটির কথা আসে। নীতিশের শতছিদ্র সংসারকে নিপুণ গৃহিণীপনায় যেমন শ্যামা কোনোক্রমে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করে, শ্যামার বানানো শিল্পকর্মটি যেন সেই ভাবনারই দ্যোতক। নীতিশের কথায় –

“কেউ পারে, কারুর বউ পারে এমন ছেঁড়া কাপড়ের সুতো দিয়ে তুলতে এমন সুন্দর ‘একডালে দুই পাখি!’”^৮

নীতিশের ছোড়ির কথায় – ‘একটা পাখি নিতু, আর একটা পাখি শ্যামা’।

কিন্তু নীতিশের বাস্তব বুদ্ধিহীন, বোহেমিয়ান জীবন পারেনি দুটি পাখিকে যত্ন রাখতে। দাম্পত্য প্রেমের রূপক পাখি দুটি অক্ষত থাকার মতো ন্যাপথলিন যে জোটেনি দারিদ্রের সংসারে। ঠিক যেমন অভাবের তাড়নায় বিনষ্ট হয় তাদের দাম্পত্য জীবনও। সেলাই এর কাজটিতে একটি পাখিকে পোকায় খেয়েছে। শ্যামার কথায় – ‘এই শেষ হয়ে যাওয়া পাখিটি আমি’। জীবনের সংগ্রাম, অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা, সমস্ত ইচ্ছে আবেগ সাধকে বিসর্জন দিয়ে সংসারের ঘানি টানতে টানতে যেনো প্রকৃত অর্থেই শ্যামার আত্মিক ভাবের বিনষ্টিই ঘটেছে। শ্যামার বাচনেও ধরা পড়ে সেই যন্ত্রণা, সেই হাহাকার –

“বলছি তো, বলছি তো, আমি শেষ হয়ে গেছি!”^৯

শ্যামার যন্ত্রণায় সাময়িকভাবে বিহ্বল হয় নীতিশও। তার সংবেদনশীল হৃদয়ে স্পর্শ করে শ্যামার এই কথাগুলো। কিন্তু প্রীতি পূর্ণ এ চিত্র দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নীতিশের বাড়ির বিরাট আয়োজনের বহর দেখে ইতিমধ্যেই মুদির দোকানদার, গোয়াল, মাংসওয়াল তদ্বির করতে থাকে তাদের বকেয়া ধার মেটানোর জন্যে। পরিণত গৃহিণী যথার্থই বোঝে অন্যের প্রাপ্য টাকা বাকি রেখে এই বাবুয়ানা করা শোভা দেয় না। তার কাছে অনেক বড়ো হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের একমাত্র ভূষণ-আত্মমর্যাদা। তাই প্রতিভেও ফান্ডের টাকা দিয়ে শ্যামা আগে এই বকেয়া ঋণ মেটানোর কাজ করে। শিশুসুলভ সরল নীতিশ শ্যামার এই কাজকে মেনে নিতে পারে না। বিস্তর ধারের চেয়ে তার কাছে বড়ো হয়ে ওঠে-বাকি থাকা বিস্তর খরচের কথা, যা সেই টাকা দিয়ে সে করতে চায়। শ্যামার আচরণে বিরক্ত নীতিশ তাই বলে –

“বিশী! তুমি একটা বিশী! পোকায় কাটা ওই পাখিটার মতো...”^{১০}

তবে এই নাটক শেষ অবধি একটি নষ্ট দাম্পত্যের কাহিনি হয়ে ওঠেনি। বরং একটি নষ্ট সময়, মানসিকতার প্রেক্ষাপটে তাদের দাম্পত্যের ছবি হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, সেই ‘একডালে দুই পাখি’ ছবিটারই বিগ্রহ রূপ। যে সময় বন্ধুদের আচরণে, নিষ্ঠুরতায়, অবজ্ঞায় শোকে অপমানে নীতিশ বিহ্বল, সারাদিনের সমস্ত আনন্দ যখন এক লহমায় বিনষ্টির পথে তখন প্রেম, সুন্দর ও মিলনের বার্তা নিয়ে এসে নীতিশের পাশে দাঁড়ায় এই শ্যামা। এই ৭ই ফাল্গুন যে তাদের দিন, তাদের পথচলার শুরুর দিন! হাজারো ছিদ্রকে সেলাই করে শ্যামা যে এই দিন থেকেই তাদের দাম্পত্যকে অটুট রাখার প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই ৭ই ফাল্গুনকে তারা পালন করবেই। প্রয়োজন নেই সেখানে আলোর রোশনাই, বাজনার

উদ্দামের। প্রয়োজন নেই ভুবন, ননীবাবুদের মতো এলিটিস্ট অতিথিদের আগমনের। তারা এই দরিদ্র দম্পতির কে, যে তাদের জন্যে বিনষ্ট হবে এই দিনটি। প্রেমের উষ্ণতায়, হৃদয়ের আবেগে শ্যামা নীতিশের সাথে পালন করে তাদের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী -

“নাইবা এলো ওরা...নাইবা জ্বলল আলো ... বাজল বাজনা! কিন্তু আমাদের দিনটা মিছে কেনো হবে ... সাতুই ফাল্গুন ... আমাদের একটা দিন! বলো ওরা আমাদের কে ... যে এলো না বলে সব নষ্ট করে দিতে হবে? ওরা আমাদের কেউ না গো ... কেউ না ...”^{১০}

“কেজো গদ্যের সংলাপ ছাড়িয়ে শ্যামা এখানে লিরিক্যাল। আসলে হৃদয়ের অনুভূতির এই সুগভীর প্রকাশ তো এমন কাব্যময় ভাষাতেই সম্ভব।”^{১১}

দারিদ্র, দাম্পত্য কলহ, সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান, জীবনের অচরিতার্থতার যন্ত্রণা সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে এই অন্তরের অনুভূতির জোরে সমাজের সকল ত্রুটি, দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে শ্যামা আর নীতিশ এই দুই পাখি যেন তাদের বিবাহবার্ষিকীর দিন বিশুদ্ধ প্রেমানুভূতির ডানায় ভর করে যাত্রা করছে স্বপ্ন-রঙিন এক মুক্ত অনন্তের আকাশে। নাটকের শেষে এ মুক্ততার অনুভূতিই নীতিশ শ্যামা, তথা মধ্যবিত্ত দাম্পত্যের সম্পদ।

Reference:

১. সরকার, পবিত্র, ‘নাট্যকার মনোজ মিত্র’, ‘দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা’, বর্ষ : দশম, ২০২১ পৃ. ৪
২. মিত্র, মনোজ, মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড), জানুয়ারী ১৯৯৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪২১
৩. তদেব, পৃ. ৪৩৪
৪. তদেব, পৃ. ৪৩৩
৫. তদেব, পৃ. ৪৩৭
৬. তদেব, পৃ. ৪২১
৭. তদেব, পৃ. ৪৩২
৮. তদেব, পৃ. ৪৩৩
৯. তদেব, পৃ. ৪৩৬
১০. তদেব, পৃ. ৪৩৮
১১. ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ও সাহা, দীপঙ্কর, ‘মনোজ মিত্রের পাখি নাটকে প্রতিফলিত মধ্যবিত্ত সমাজ’, ‘পইঠা’, বর্ষ : দশম-একাদশ (যুগ্ম সংখ্যা), ২০১৯-২০, পৃ. ১০১